আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সেমিনার

গত ১২ ই মার্চ ২০০৫ আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এক সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন সিডনীস্থ বাংলাদেশী মহিলারা। University of Western Sydney - এর Blacktown Campus -এ 'বাংলাদেশী নারীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে আত্মসচেতনা বোধের গুরুত্ব' শীর্ষক এই সেমিনারে বিকেল সারে চারটা বাজতেই সমবেত হতে থাকেন বিভিন্ন পেশার রমনীগন। বলা বাহল্য যে সুদূর এই Australia -য় বাংলাদেশীদের আগমনের লগ্ন থেকে বাংলাদেশী মহিলাদের আয়োজনে এটিই হল সর্বপ্রথম একটি নিদর্লীয় এবং অসাংগঠনিক সভা। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই সভায় উপস্থিত সূধীজনদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেমিনার সমন্বয়কারী ডঃ নার্গিস আক্তার বানু। তিনি উক্ত অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরার পাশাপাশি পুরুষদেরকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করার জন্য। তারপর সেমিনারের প্রধান বক্তা ডঃ মমতা চৌধুরী আর্ন্তরজাতিক নারী দিবসের ইতিহাস, দিবসের গুরুত্ব সহ সেমিনারের প্রতিবাদ্য বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। সেই সাথে আমন্ত্রন জানান আগত ব্যক্তিবর্গের পরিচিত হওয়ার জন্য।

উক্ত অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহনকারী রমনীদের উৎসাহ, উদ্দীপনা, উচ্ছাস, আগ্রহ ও উৎফুল্লতা ছিল বিশেষ লক্ষনীয়। মনে হছিল, Sydney -র মহিলারা দীর্ঘ অনেক বছর ধরে এ রকম একটি সমাবেশের প্রতীক্ষায় ছিলেন। কৌতুহলী মহিলাদের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে উদ্যোক্তরা খুঁজে পান এ সভার সফলতা। প্রবাস জীবনের কর্মকান্ড প্রহর শেষে আগত মহিলাদের মাঝে ফুটে উঠেছে সহজাত বোনদের সেবায় ও সহযোগিতায় হাত প্রসারিত করার অঙ্গীকার বাংলাদেশের নিগৃত লাঞ্ছিত নারীসমাজের দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত পৌছে দেয়ার ব্যাপারে অনেকেই ছিলেন ভীষন আগ্রহী। তবে উক্ত অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ ঘটনা হলো - ডঃ বদরুল আলম খান প্রদত্ত ফুলের তোড়া। নারীদের অগ্রযাত্রাকে এভাবে ফুলের তোড়া দিয়ে অভিবাদন জানানোর বিষয়টি সত্যিই প্রশংসনীয়। শুধু তাই নয়, উক্ত অনুষ্ঠানে নারীদের পাশাপাশি আলোচনায় পুরুষদের সক্রিয় অংশগ্রহন অনুষ্ঠান্টির মানকে করেছে উন্নত এবং সাফল্যময়। বিশেষ করে Sydney -র বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব নজরুল ইসলাম, আনোয়ার আকাশ এবং আনিসুর রহমানের জীবনভিত্তিক আলোচনা উপস্থিত সবার মাঝে প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়েছে। শুধু তাই নয়, আলোচনায় অংশগ্রহনকারী মহিলাদের মাঝে মিসেস তাহমিনা রেজওয়ান, কামরুন রহমান, ইয়াসমিন ইসলাম, প্রিন্স নন্দী, দিপালী খান ও শারমীন শফিউদ্দিন -এর বক্তব্য আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার অনেক দিক ফুটে উঠেছে। সবাই নারীর এই অগ্রযাত্রা যাতে থেমে না যায়, - সেই প্রতাশা ব্যক্ত করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে প্রতি দুই মাসে একবার করে মিলিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে একটি জিনিস লক্ষ্যনীয় যে, এখানকার অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ কিংবা তাদের মিসেসদের এই অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত দেখা গেছে। কাজের চেয়ে কথা যারা বেশী ভালবাসেন, তাদের জন্য এ ধরনের সভা কিংবা উদ্যোগ কতটা গুরুত্বপূর্ন তা হয়তো আগামী সমাবেশ আরো অর্থবহ ও পদ্ধতিগতভাবে আরো দিক নির্দেশনাকারী হবে বলে সবার আশা। ভবিষ্যতে মহিলাদের অংশগ্রহন আরো সহজ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে বিভিন্ন সাবার্ব থেকে গ্রুপআকারে গাড়ীর সার্ভিস দিবেন বলেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কেননা, এবারের অনুষ্ঠানে অনেকেই গাড়ীর সুবিধা না থাকায় আসতে পারেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

(ব্লাক টাউন রির্পোটার)

——০——